দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

নজরদারিতে নর্থ সাউথ ভার্সিটি

অনিয়মের তদন্ত করবে ইউজিসি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জঙ্গি হামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী জড়িত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন সরকারের নজরদারিতে রয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। এছাড়া এসব প্রসঙ্গের পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের বিষয় জানতে নতুন করে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তদারকি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

ইতোমধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত ও দু'বছর ধরে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা চেয়েছে সরকার। সূত্র জানিয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩০-৪০ জন ছাত্রের ব্যাপারে তথ্য চাওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ছাত্রের তথ্য চাওয়া হচ্ছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটি সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান গণমাধ্যমকে এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হচ্ছে। আমরা সরকারকে সব ধরনের সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি আমরা নিজ উদ্যোগে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খোঁজ-খবর নেব।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে, গত অক্টোবরে নর্থ সাউথের নানা অনিয়ম তুলে ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছিল। ওই রিপোর্টের আলোকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ওই রিপোর্টের ফলোআপ হিসাবে নতুন করে তদন্তে যাবে ইউজিসির একটি দল। দু'-একদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করা হবে।

সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সার্বিক পরিবেশ, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য ইউজিসি সংগ্রহ করবে। অতীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল তা কতটুকু পালন করছে তাও যাচাই করবে এই কমিটি।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট আসনের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে। পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন সেকশন চালু করে আর্থিক সুবিধা লাভে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। এদের প্রভাবের কারণে ইউজিসির পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থাও নেয়া যায়নি।

ইউজিসির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে জানান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত করেও কোনো সাড়া পাইনি। মন্ত্রণালয় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এ কারণে আমরাও বিপাকে পড়েছি। ভাবখানা এমন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটি ইউজিসির চেয়েও বড় কিছু। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া গেলে এত অনিয়ম করতে পারতো না। আগে থেকে নজরদারিতে রাখা গেলে জঙ্গিও সৃষ্টি হতো না। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার।

অভিযোগ উঠেছে, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের ছেলে আব্দুল্লা হিল আমান আযমী ও সাদমান আযমী প্রতিষ্ঠানটির খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে নাদিম তালহাও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ডক্টরেট করতে বিদেশে রয়েছেন।